<?xml version="1.0" ?>			
<?xml-stylesheet type="text/css" href="home.css"?>			
<Doc id="ben-w-media-	B1177(b)	"	lang="bengali">
<Header type="text">			
<encodingDesc>			
<projectDesc>	CIIL-Bengali Corpora, Monolingual Written Text		</projectDesc>
<samplingDesc>	Simple written text only has been transcribed. Diagrams, pictures and tables have been omitted. Samples taken from page 30, 31		</samplingDesc>
</encodingDesc>			
<sourceDesc> <biblStruct> <source>			
	<category>	Aesthetics	</category>
	<subcategory>	Literature-Essay	</subcategory>
	<text>	Book	</text>
	<title>	Prabandha Binyash	</title>
	<vol>		</vol>
	<issue>		</issue>
</source>			
<textDes>			
	<type>		</type>
	<headline>	Amartyer Arthanaitik Tatwakatha: Moulik Gabeshana O Prashangikata	</headline>
	<author>	Nimai Das	</author>
	<words>	329	</words>
</textDes>			
<imprint>			
	<pubPlace>	India-Kolkata	</pubPlace>
	<publisher>	Ashabari Publication	</publisher>
	<pubDate>	2001	</pubDate>
</imprint>			
<idno type="CIIL code">		NL63014	</idno>
<index>		B1177(b)	</index>
</biblStruct>			

</sourceDesc>			
<profileDesc> <creation>			
	<date>	07-May-2008	</date>
	<inputter>	Rina Sarkar	</inputter>
	<proof>		</proof>
</creation>			
<langUsage>		Bengali	</langUsage>
<wsdUsage>			
<writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS). </writingSystem>			
</wsdUsage>			
<textClass>			
<channel mode="w">		print	</channel>
<domain type="public">			</domain>
</textClass> </profileDesc> </Header>			
<text><body>			

<p>	অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেনের প্রথম দৃষ্টান্তমূলক পজক্ষেপ কেম্ব্রিজে পি. এইচ. ডি. থিসিস ‘চয়েস অব টেকনিক: য়্যান য়্যাসপেক্ট প্ল্যান্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট’ গ্রন্থটি। এই মূল্যবান গ্রন্থটি বিদগ্ধমহলে আলোড়ন তোলে এবং উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। ‘আন্তর্জাতিক স্তরে তখন উন্নত দেশগুলির ‘অর্থনৈতিক মডেল’ নিয়ে চর্চা হত, শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে প্রকাশিত অনগ্রসর জনবহুল দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে রাগনার নার্কসের এবং আর্থার লুইসের পর সম্ভবত অমর্ত্য সেনের এই বই তৃতীয় বই’। দেশের ইন্নয়নমূলক সমস্যায় কী ধরণের উৎপাদন- প্রযুক্তি নির্বাচন করা সম্ভব হবে তা নির্ণয়ের জন্য একটি বিশ্লেষণ কাঠামোর প্রস্তাব- দেশে পুঁজির অভাব অথচ শ্রমশক্তির প্রাচুর্য বর্ত্তমান। সেক্ষেত্রে উন্নয়নে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়ন প্রযুক্তি নির্দ্ধারণে সঠিকপন্থার অনুসরণ। কারণ- “অবাধ বাজার অর্থনীতির এবং তাকে দিয়ে একটি মানবতাবর্জিত মতবাদ অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে হিমস্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে।” কিন্তু অমর্ত্য সেনের গবেষণার সূত্রে, জনকল্যাণমূলক ◌র্থনীতি তত্বে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেশ ও সমাজের ক্ষেত্রে একটি নতুন পথের নির্দ্দেশ করে। ক্রেম্ব্রিজে তিনি জোন রবিনসন, পিয়েরো স্রাফা, নিকি কালডোর এবং তাঁর শিক্ষক মরিস ডব-এর মতো বিরাট প্রভাবশালী শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই প্রযুক্তি, উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর কর্মকান্ডের প্রসারতা সহজসাধ্য হয়েছে।	</p>
<p>	প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, “অমর্ত্য সেনের অর্থনৈতিক চিন্তার ভিত তৈরি হয় এই ভবতোষ দত্ত- মরিস ডবের ট্রাডিসনে, যেখানে বিশুদ্ধ বাজার অর্থনীতির	</p>

	কোনো স্থান নেই। তাঁর প্রথম গবেষণা (ডিগ্রির) কাজ ইন্নয়নের জন্য বাঞ্ছিত প্রবৃত্তি নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে, যা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা পরিকল্পিত অর্থনীতির জীবন্ত সমস্যা। তাঁর দ্বিতীয় কাজ ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জোতের বাঞ্ছিত আয়তন কী হওয়া উচিত্, তা নিয়ে। এ সমস্যাও উন্নয়ণের জীবন্ত সমস্যা।” রাষ্ট্রের কল্যাণের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ণের মূল্যায়ণে মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হয়েই তাঁর গবেষণার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাঁর মানবিক- প্রস্তুতিতে ছিল সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ এবং সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি। সুতরাং অনুধাবণ যোগ্য যে, কেম্ব্রিজে ট্রিনটি কলেজের তিনি সাধারণ অধ্যাপক ছিলেন না। তিনিই প্রথম এশীয়, যিনি ঐ কলেজের ‘মাষ্টার’। এবং নিয়োগকর্ত্রী ছিলেন ইংল্যান্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথ স্বয়ং। একদা যেখানে তিনি ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে সেই প্রতিষ্ঠানেই তিনি সর্বময় কর্তার আসন অলংকৃত করলেন, বাসস্থানও হল প্রাসাদের মাষ্টার লজে। বলাইবাহুল্য, এই কলেজে বিখ্যাত ছাত্রদের নামের তালিকায় রয়েছেন স্যার আইজ্যাক নিউটন, রাদার ফোর্ড এবং লর্ড বায়রণ-এর মতো কবিও।	

</body></text>
</Doc>